অর্থ বিভাগের সাম্প্রতিক উদ্ভাবন

স্বয়ংক্রিয় চালান পদ্ধতি (Automated Challan System) ১/৩

আগে কীভাবে চালান জমাদান ও প্রক্রিয়াকরণ করা হতো

- আগে চালান জমা দিতে হতো ব্যাংকের কাউন্টারে লাইন দিয়ে। তাতে নাগরিকদের অনেক সময়, শ্রম ও অর্থ নষ্ট হতো এবং পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়তো।
- সোনালী ব্যাংককে এই কাজের জন্য কমিশন বাবদ বিপুল অর্থ প্রদান করতে হতো।
- জমাকারীর পরিচিতি নম্বর চালানের সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা না থাকায় রাজস্ব আহরণ ব্যবস্থার পুরো প্রক্রিয়া অটোমেশন করা যাচ্ছিল না। উদাহরণ স্বরূপ, কোন ব্যক্তির ভ্যাট কত নিরূপন করা হলো এবং তিনি প্রকৃতপক্ষে কত প্রদান করলেন – তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে জানার কোন পথ ছিল না।

স্বয়ংক্রিয় চালান পদ্ধতি (Automated Challan System)২/৩

- নাগরিকগণ যাতে যে কোন ব্যাংকের যে কোন শাখায় কিংবা ঘরে বসেই অনলাইনে চালান জমা দিতে পারেন, সে জন্য স্বয়ংক্রিয় চালান পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।
- ওটিসি, ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড, অনলাইন ব্যাংকিং ও মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে এই সেবা পাওয়া যাচ্ছে।
- ওয়েব সাইটের পাশাপাশি মোবাইল অ্যাপেও এই সুবিধা বিদ্যমান।
- চালান জমা দেয়ার সময় জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর, টিআইএন, ভ্যাট নম্বর – ইত্যাদি প্রদান করা যায়। ফলে সরকারের রাজস্ব ব্যবস্থাপনা অনেক বেশী স্বচ্ছ ও গতিশীল হবে।
- চালান জমা ও যাচাই অনলাইনভিত্তিক হওয়ায় জালিয়াতির সুযোগ থাকবে না।
- স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্যাংক, হিসাবরক্ষণ কার্যালয় ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংগতিসাধন হবে এবং রাজস্ব ফাঁকি কমবে।

স্বয়ংক্রিয় চালান পদ্ধতি (Automated Challan System)৩/৩

- স্বয়ংক্রিয় চালান পদ্ধতির মাধ্যমে অর্থ জমা দেয়া হলে Real-time Gross Settlement (RTGS) প্রযুক্তি ব্যবহার করে রিয়েল-টাইম ভিত্তিতে তাৎক্ষণিক জমাকৃত অর্থ সরকারের Treasury Single Account (TSA) তে জমা হয় এবং সরকারি হিসাবে প্রতিফলিত হয়। ফলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং অর্থ বিভাগের মধ্যে হিসাবের অমিল থাকে না।
- এই পদ্ধতিতে জমাকৃত অর্থের সাথে জমাকারীর পরিচিতি সম্পর্কিত তথ্য যেমন টিআইএন, ভ্যাট নং, জাতীয় পরিচিতি নম্বর ইত্যাদি প্রদান করা যায়, ফলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর সিস্টেমের সাথে ইন্টারফেস করার মাধ্যমে সহজেই কর, ভ্যাট ও কাস্টমস রাজস্ব আহরণের পুরো প্রক্রিয়া অটোমেশন করতে পারবে।

সুবিধাবঞ্চিতদেরকে ইএফটিতে অর্থ সহায়তা প্রেরণ ১/২

- সামাজিক নিরাপত্তা বলয় কর্মসূচির আওতাভূক্ত বিভিন্ন ভাতার পঞ্চাশ লক্ষ সুবিভাভোগীকে আইবাস++ এবং SPBMU ডাটাবেজ ব্যবহার করে ইএফটিতে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।
- উপকারভোগীরা ঘরে বসেই মোবাইল একাউন্টে তাদের ভাতার অর্থ পেয়ে যাচ্ছেন, ফলে তাদের ভোগান্তি লাঘব হচ্ছে।
- একই ব্যক্তির একাধিক ভাতা নেয়া, ভুতুড়ে ব্যক্তিকে ভাতা প্রদান – ইত্যাদি বন্ধ হয়েছে।
- এই খাতের বিপুল অর্থ আগে দীর্ঘ সময় Treasury Single Account (TSA) এর বাইরে পড়ে থাকতো, বর্তমানে সরাসরি সরকারি কোষাগার থেকে গ্রাহকের হাতে চলে যাচ্ছে, ফলে নগদ ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী হয়েছে এবং অপ্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ পরিহার করা যাচ্ছে।
- সুবিধাবঞ্চিতদের ডাটাবেজ থাকায় প্রকৃত তথ্যের ভিত্তিতে সামাজিক সুরক্ষা বলয় সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ণ সহজ হয়েছে।

সুবিধাবঞ্চিতদেরকে ইএফটিতে অর্থ সহায়তা প্রেরণ ২/২

- করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত ৫০ লক্ষ পরিবারের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে মোবাইল ব্যাংকিং পরিসেবার মাধ্যমে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কার্যক্রমের জন্য আইবাস++ সিস্টেমে একটি পৃথক মডিউল সংযোজন করা হয়েছে।
- ইতোমধ্যে ৩৫ লক্ষ উপকারভোগীকে মোবাইল ব্যাংকিং পরিসেবার মাধ্যমে মোট ৮৯৭,৭৫ লক্ষ টাকা নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
- অর্থ প্রদানের পূর্বে উপকারভোগীর তথ্য সরকারের বিভিন্ন তথ্য ভান্ডার – জাতীয় পরিচয়পত্র ডাটাবেজ, সঞ্চয়পত্র ডাটাবেজ, কর্মচারি ডাটাবেজ, পেনশনার ডাটাবেজ, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী ডাটাবেজ, এনটিএমসি - ইত্যাদির সাথে যাচাই করা হয়েছে এবং ১৫ লক্ষ অযোগ্য গ্রহীতাকে বাদ দেয়া হয়েছে। এর ফলে যেমন জনগণের অর্থের সাশ্রয় হয়েছে, তেমনি দুর্নীতির বিষয়ে সরকারের জিরো টলারেন্স অবস্থানের প্রতিফলন ঘটেছে।

সুবিধাবঞ্চিতদেরকে ইএফটিতে অর্থ সহায়তা প্রেরণ - ভিডিও

ভিডিও লিংক

https://youtu.be/xOVcxyZD2j0

ইএফটির মাধ্যমে পেনশন প্রদান ১/২

- আগে পেনশনারকে মাসে মাসে হিসাবরক্ষণ অফিস বা ব্যাংকে গিয়ে লম্বা লাইন দিয়ে পেনশন নিতে হতো।
- পেনশনারদের কোন পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ না থাকায় প্রচুর সংখ্যক ভুতুড়ে পেনশনারের অস্তিত্ব ছিল।
- পেনশন ও ভাতাদি হিসাব করা হতো ম্যানুয়ালি, ফলে তাতে ভুল হতো।
- ব্যাংকগুলোকে পেনশন প্রদানের জন্য প্রচুর অর্থ কমিশন হিসেবে প্রদান করতে হতো।

ইএফটির মাধ্যমে পেনশন প্রদান ২/২

- মুজিব বর্ষে সকল পেনশনারকে ইএফটির মাধ্যমে পেনশন প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে অর্থ বিভাগ।
- সাড়ে ৭.২৫ লক্ষ পেনশনারের মধ্যে ৫.০ লক্ষ পেনশনারকে বর্তমানে ইএফটিতে পেনশন প্রদান করা হচ্ছে।
- দেশের সকল পেনশনারের একটি পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ তৈরী হয়েছে, যাতে পেনশনারগণের বিস্তারিত তথ্য রয়েছে। এই ডাটাবেজের ভিত্তিতে প্রতি মাসে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইএফটি প্রদান করা হচ্ছে।
- ইএফটিতে পেনশন প্রদানের ফলে একদিকে যেমন পেনশনারের ভোগান্তি লাঘব হয়েছে, তেমনি আর্থিক শৃঙ্খলা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ফেস ডিটেকশন প্রযুক্তি ব্যবহার করে পেনশনারের জীবিত থাকার প্রমাণক সংগ্রহের কাজ চলছে, যা আগামী মার্চ নাগাদ চালু হতে পারে।

ইএফটির মাধ্যমে পেনশন প্রদান - ভিডিও

ভিডিও লিংক

https://youtu.be/PpM4XB_I0As

ধন্যবাদ